

## সমন্বয়সাধন (Harmonization): মানুষের খাদ্যায়ন, উদ্ভাবনীতে সক্রিয়করণ (Feeding People, Fuelling Innovation)

### একটি ‘বিশ্বব্যাপী সমন্বয়সাধনে উদ্যোগ’ (Global Harmonization Initiative) এর তথ্য বিবরণী

বিভিন্ন দেশের মধ্যে নিরাপদ খাদ্য বিধিগুলোর (food safety regulations) মধ্যে সমন্বয়হীনতা খাদ্য বানিজ্যকে ব্যহত করে। যখন সারা বিশ্বজুড়ে প্রায় এক বিলিয়ন মানুষের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য নেই, সেখানে নিরাপদ খাদ্য বিধিগুলোর সমন্বয়হীনতার কারণে সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর অনেক খাবার নষ্ট করা হচ্ছে। এছাড়াও, বিরোধপূর্ণ বিধিগুলো বিশ্বব্যাপী খাদ্য সরবরাহ (food supply) জুড়ে নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং বিনিয়োগকে বাধা দেয়, যদিও প্রযুক্তিগুলো বিশ্ব বাজারে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, খাদ্য ঝুঁকি হ্রাস এবং খাদ্য বিতরণ ক্ষমতা উন্নত করনে অবদান রাখতে পারে। আন্তর্জাতিক সীমান্তগুলোতে প্রতিদিন খাদ্যদ্রব্য মানব ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের জন্য খাদ্য বাজেয়াপ্ত, নিষিদ্ধকরণ ও ধ্বংস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অবশ্যই, পরিচর্যা (handling), পরিবহন (shipping), সংরক্ষণ (storage) এবং বিদেশে পাঠানোর সময় খাদ্যগুলোতে ভেজাল হওয়ার ঝুঁকি থাকে, তাই ভেজাল খাদ্য আর বিতরণ করা উচিত নয়। তবুও, প্রতিবছর খাদ্য সুরক্ষা বা নিরাপদ খাদ্য সংক্রান্ত বিধি বিধাণের সমন্বয়হীনতার কারণে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যসামগ্রী ধ্বংস করা হয়, যা বৈজ্ঞানিকভাবে যুক্তি সংগত কিনা তা প্রমাণ করা যায় না।

বিশ্বজুড়ে অনেক খাদ্য বিজ্ঞানী এটিকে অগ্রহণযোগ্য মনে করেন যে, যখন বিশ্বের এক বিলিয়ন লোক খাবার পায় না, তখন নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নষ্ট করা হচ্ছে। ফলস্বরূপ, বিশ্বব্যাপী খাদ্য সুরক্ষা আইন প্রণয় ও প্রণীত আইন সমূহের সমন্বয় প্রচার করতে, ‘বিশ্বব্যাপী সমন্বয়সাধনে উদ্যোগ’ (Global Harmonization Initiative - GHI) নামক একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৭ সালে, যা একটি আন্তর্জাতিক অলাভজনক বৈজ্ঞানিক সংস্থার বা ব্যক্তির নেটওয়ার্ক যেখানে প্রত্যেক বিজ্ঞানী একসাথে কাজ করেন।

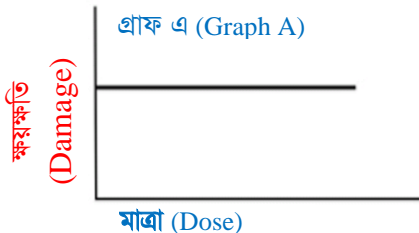
আইনগুলো অভ্যন্তরীণভাবে সঠিক নয়, তবে অনেক বৈজ্ঞানিক ভিত্তির অভাব রয়েছে। বিশ্বব্যাপী সমন্বয়সাধন এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক সুরক্ষা বা নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা ছাড়া, সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ লোকের প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাদ্য অযথা নষ্ট হতে থাকবে - যদিও বাস্তবে এই খাবারগুলো নিরাপদ।

### সমস্যার অন্তরালে - যোগাযোগহীনতা: (What's the Problem? Communication Disconnect)

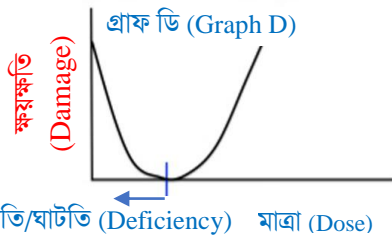
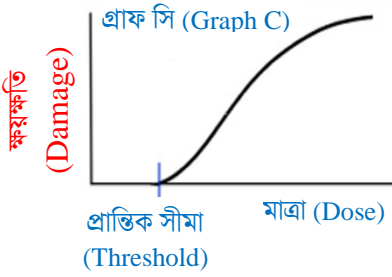
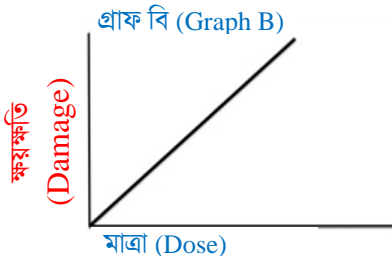
বৈজ্ঞানিক উপাত্তের অভাব নেই। খাদ্য সুরক্ষা বা নিরাপদ খাদ্যের উপর পূর্ব-পর্যালোচিত (peer-reviewed) বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা রয়েছে হাজার হাজার এবং বিশ্বজুড়ে প্রতিদিন আরো উপাত্ত তৈরী হচ্ছে। যে সমস্যাটি সমাধান করতে হবে তা হল, উপাত্তগুলোর যথাযথ ব্যবহার এবং সুবিধাভোগীদের (stakeholders) সাথে এটার যোগাযোগ সাধন করা। বিজ্ঞানীরা নিজেদের মধ্যে ভালোভাবে যোগাযোগ করতে পারেন, কিন্তু যারা চূড়ান্তভাবে প্রভাবিত (influence), উন্নত (develop) বা প্রতিষ্ঠানিক রূপ দেন, যেমন নীতিনির্ধারক, রাজনীতিবিদ, সাধারণ জনগন, গণমাধ্যম কর্মী এবং সাধারণ ভোক্তা তাদের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাযোগ করতে পারেন না।

বিষক্রিয়ার ধারণা (concept of toxicity) বা বিষক্রিয়া কি (what is toxic) তা সঙ্গায়িত করা এ জাতীয় অপ্রতুল যোগাযোগের একটি স্পষ্ট উদাহরণ। শত শত বছর ধরে এটা জানা গেছে যে, ‘বিশেষ মাত্রা বিষ তৈরী করে’ (dose makes the poison) – অর্থাৎ, তখনই কোন উপাদান/পদার্থ তার বিষ বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ক্ষতিকারক প্রভাব তৈরী করতে পারে, যখন এটি সর্বোচ্চ ঘনত্বে/মাত্রায় শরীরের মধ্যে একটি সংবেদনশীল জৈবিক প্রক্রিয়ায় পৌঁছায়। বিষবিদ্যার জনক প্যারাসেলসাস (Paracelsus) ১৬তম শতাব্দীতে ক্লিনিকাল ভিত্তিক প্রমাণে এই নীতি আবিষ্কার করেন। সম্প্রতিকালে ব্রুস এমস্ এবং এডওয়ার্ড ক্যালাব্রিস (Bruce Ames and Edward Calabrese) সহ অনেক বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে বিষবিদ্যার এই নীতিটির প্রমাণ সুনিশ্চিত করেছেন এবং আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক প্রকাশনা করেছেন। তাই, বৈজ্ঞানিক বৃত্তের বাহিরে, ‘বিশেষ মাত্রা বিষ তৈরী করে’ - এই ধারণাটি অপ্রতুল এবং দুর্বলভাবে সংযুক্ত, যা প্রমাণিত হয় বিরোধপূর্ণ খাদ্য সুরক্ষা বা নিরাপদ খাদ্য আইন দ্বারা, যার ফলে খাদ্যদ্রব্য নষ্ট হয় এবং ‘নিরাপদ’ খাদ্য কী - সে সম্পর্কে ভুল ধারণা তৈরী হয়।

### বাম দিকের সরল গ্রাফগুলো এই ভুল ধারণা বোঝাতে সাহায্য করবে:



গ্রাফ এ (Graph A) - সাধারণ জনগন এবং রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক ও অন্যান্য প্রভাবক দ্বারা বিষক্রিয়ার ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ‘একটা বিষাক্ত পদার্থের/উপাদানের যে কোন মাত্রা (স্বাধীন মাত্রা) তা যে কোন মাত্রার ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে’। কাজেই, এক্ষেত্রে কেবলমাত্র বিষাক্ত পদার্থটির/উপাদানের সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি বা দূরীকরণ হলে ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধ করা যায়।



গ্রাফ বি (Graph B) - রাজনীতিবিদ ও নীতিনির্ধারক যারা পরবর্তীতে অন্যান্যদের নিয়ন্ত্রণ করে তাদের দ্বারা বিধক্রিয়ার ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে, ‘বিষ মাত্রা যত বেশি তা স্বাস্থ্যের জন্য তত ক্ষতিকর’। সুতরাং কম মাত্রা/ঘনত্বের বিষাক্ত পদার্থের/উপাদানের অভ্যন্তরীণ বিধক্রিয়া/বিধবৈশিষ্ট্য গ্রহনযোগ্য হয়, যা খুব কম লোকের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

গ্রাফ সি (Graph C) - বিষ বিজ্ঞানীদের প্রমাণভিত্তিক মতামতে দেখায় যায় যে, অনেক পদার্থের উপাদানের ক্ষেত্রে প্যারাসেলসাস মতবাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে যে, যদি বিষ মাত্রা খুব বেশি হয় তবে ক্ষয়ক্ষতি তত বেশি হয়। তবে, একটি প্রান্তিক সীমাও রয়েছে যার নিচে কোন প্রভাব নেই। অন্য কথায়, একটি নির্দিষ্ট মাত্রার নীচে কোন ক্ষয়ক্ষতি হবে না। উদাহরণস্বরূপ, মানবদেহের লিভার এবং কিডনির মত অঙ্গগুলো ক্ষতিকারক পদার্থের প্রতিকূল প্রভাব পড়ার আগেই তাকে বিষমুক্ত করে তোলে।

গ্রাফ ডি (Graph D) - কিছু উপাদান যেমন ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থের ক্ষেত্রে খুব কম ঘনত্বের/মাত্রার উপস্থিতি ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি দেখা দিতে পারে। ভিটামিন এ (Vitamin A) এবং আয়রণের (Iron) মত প্রয়োজনীয় পুষ্টিগুলোর কোনটির অভাব বা অতিরিক্ত মাত্রা মানবদেহের রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং এটি জীবন নাশক হতে পারে।

একসাথে এই গ্রাফগুলো কিছু ভিন্নতা এবং ভুল ধারণা পোষণ করে, যা অবৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং বিরোধপূর্ণ বিধিমালা প্রণয়নে পরিচালিত করে, যার ফলস্বরূপ বিশ্বব্যাপী নিরাপদ এবং পুষ্টিকর খাদ্য উপাদান নষ্ট করা হচ্ছে। মূল বিষয় হল, সব খাবার গুলোতে প্রাকৃতিকভাবে এমন কিছু উপাদান থাকে যা অভ্যন্তরীণভাবে বিপদজনক এবং মাত্রা খুব বেশি হলে ক্ষতিকারক হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কফিতে কয়েক ডজন জিনোটক্সিন (Genotoxin) উপাদান পাওয়া যায়, যদিও এমন কোন প্রমাণ নেই যে, যারা মাঝারি পরিমাণে কফি পান করে - তাদের মধ্য থেকে যারা কম পরিমাণ কফি পান করে তাদের ক্যান্সারে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে। নিরাপদ খাদ্য (food safety) নিশ্চিতকরণে, খাদ্যে (কফি, আলু, আপেল ও অন্যান্য) নিছক পরিমাণ বিষ উপাদান বা রাসায়নিক অবশিষ্টাংশ (chemical residue) সম্পূর্ণভাবে অনুপস্থিত থাকা বাধ্যতামূলক নিরাপদ খাদ্য বিধি নয়।

### GHI: যোগাযোগ সৃষ্টি এবং ঐক্যমত তৈরী করন (GHI: Creating Connections, Building Consensus)

GHI এর অন্যতম অগ্রাধিকার হল, বিজ্ঞানভিত্তিক সুনির্দিষ্ট নিরাপদ খাদ্য (food safety) মূলনীতি সংগ্রহ করা, পরে যা নীতিনির্ধারকসহ সাধারণ জনগন ও সংবাদমাধ্যম থেকে রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক এবং নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং যোগাযোগ স্থাপন করা। উদ্দেশ্য হলো সকল তথ্য ভালোভাবে উপলব্ধি করা এবং সকল সুবিধাভোগীদের ভালোভাবে অবহিত করা যাতে, রাজনৈতিক যৌক্তিকতা বা গনমাধ্যম প্রচারনা নয়, বরং উদ্দেশ্যমূলক বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলো হবে সকল দেশের কার্যকরী, অর্থবহ, সমন্বিত নিরাপদ খাদ্য আইন এবং নীতিমালা প্রণয়নের ভিত্তি।

বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায়ের সাথে সহমত সম্পর্ক তৈরীর জন্য GHI কার্যকরী দলের (Working Group) সভাগুলোর সমন্বয় ও সহযোগিতা প্রদানের পাশাপাশি, GHI এমন বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ ভিত্তি তৈরী করতে নিবেদিত ভাবে কাজ করে যা সংক্ষিপ্ত, বুঝতে সহজ এবং স্থানীয় ভাষায় অনুবাদ করা যায়। যোগাযোগের ক্ষেত্রে, GHI এর সক্রিয় সেক্সেসবীদের সহায়তায়, শিক্ষামূলক উপকরণ, সম্পদ (resources) এবং ভিত্তি (platform) তৈরী ও উন্নতকরণে কাজ করছে, যা সারা বিশ্বজুড়ে ব্যবহারের উপযোগিতা রয়েছে। এছাড়াও, অনেক GHI সদস্যগণ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক জনপ্রিয় গণমাধ্যম গুলোতে নিবন্ধ প্রকাশ এবং সাক্ষাৎকার প্রদান করে এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত GHI দূত (Ambassador) হিসেবে স্থানীয়, জাতীয় বা আঞ্চলিক পর্যায়ে GHI তথ্য ও নিরাপদ খাদ্য সমন্বয় বার্তা ভাগাভাগি এবং বিতরণ করতে অবদান রাখে।

বিশ্বব্যাপী নিরাপদ খাদ্য নীতিমালা সমন্বয়সাধনের পদক্ষেপ (Global Harmonization Initiative for Food Safety) এবং বিজ্ঞানভিত্তিক নিরাপদ খাদ্য বিধিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে মানুষের খাদ্যায়ন ও উদ্ভাবনীতে সক্রিয় করণের (feed the people, fuel the innovation) প্রচেষ্টা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে দয়াকরে দর্শন করুন [www.globalharmonization.net](http://www.globalharmonization.net)

অনুবাদঃ ড. মো. সাজেদুল হক ও ড. এস এম নাজমুল আলম

GHI - বাংলাদেশ দূত (Ambassador)